গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০২৬.০৬.০০১.১৮-৫৪৫

তারিখঃ ০৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৬
২০ নভেম্বর ২০১৯

বিষয়ঃ সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

উপর্যুক্ত বিষয়ে গত ১৪ নভেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী এতদসংগে প্রেরণ করা হল। উক্ত কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত স্ব-স্ব বিষয়ের উপর পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন অগ্রগতি প্রতিবেদন (নিকস ফন্টে হার্ড ও সফট কপি) ও ই-মেইল (dstraco@rthd.gov.bd) ঠিকানায় আগামী ০৩/১২/২০১৯ তারিখের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে

(তসলিমা কানিজ নাহিদা)
যুগ্মসচিব
☎৯৫৭৫৫২৮
E-mail : dstraco@rthd.gov.bd

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়)

১. প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
২. অতিরিক্ত সচিব (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
৩. নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ, নগর ভবন, ঢাকা
৪. চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, বিআরটিএ সদর কার্যালয়, নতুন বিমানবন্দর সড়ক, বনানী ঢাকা
৫. চেয়ারম্যান, বিআরটিসি, ২১ রাজউক এভিনিউ, মতিঝিল, ঢাকা
৬. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, ডিএমটিসিএল, প্রবাসী কল্যাণ ভবন, ঢাকা
৭. ব্যবস্থাপনা পরিচালক, বাস র‌্যাপিড ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড, উত্তরা, ঢাকা
৮. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড, নিউ বেইলী রোড, ঢাকা
৯. যুগ্মসচিব (সকল)/যুগ্মপ্রধান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১০. অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, রক্ষণাবেক্ষণ/টেকনিক্যাল সার্ভিস/মেকানিক্যাল/ম্যানেজমেন্ট সার্ভিসেস উইং, সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১১. উপসচিব/উপপ্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১২. সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা, সওজ অধিদপ্তর ঢাকা/প্রধান কার্যালয়/খুলনা/চট্টগ্রাম জোন
১৩. পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৪. সচিবের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
১৫. প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
১৬. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, সওজ, পাইকপাড়া, মিরপুর, ঢাকা
১৭. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, প্ল্যানিং এন্ড প্রোগ্রামিং সার্কেল, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
১৮. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৯. সিনিয়র সহকারী সচিব/সিনিয়র সহকারী প্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২০. সহকারী সচিব/সহকারী প্রধান (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২১. সহকারী প্রোগ্রামার/সহকারী মেইন্টেন্যান্স ইঞ্জিনিয়ার (সকল), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
২২. হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সমন্বয় ও প্রশিক্ষণ অধিশাখা

# অক্টোবর ২০১৯ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

| | | |
|---|---|---|
| সভাপতি | : | মোঃ নজরুল ইসলাম<br>সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ |
| তারিখ | : | ১৪ নভেম্বর ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ |
| সময় | : | সকাল: ১০.০০ মিনিট |
| স্থান | : | সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সম্মেলন কক্ষ |
| উপস্থিতি | : | পরিশিষ্ট-"ক" |

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অত:পর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ পর্যায়ক্রমে উপস্থাপন করা হয়।

২। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিস্তারিত আলোচনা ও পর্যালোচনার পর নিম্নের বিবরণ অনুযায়ী সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়:

<table>
<tr><th>ম</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td></td><td>বিগত সভার কার্যবিবরণী নিশ্চিত করা<br>১০ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় পাঠ করে শুনানো হয়। কার্যবিবরণীতে কোনো সংযোজন, বিয়োজন বা সংশোধন প্রস্তাব পাওয়া যায় নি।</td><td>১০ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ় করা হল।</td><td>যুগ্মসচিব (সমঃ ও প্রশিঃ)</td></tr>
<tr><td></td><td>অনিষ্পন্ন বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তিকরণ:<br>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত বিভাগীয় মামলার তথ্যাদি
<table>
<tr><th rowspan="2">অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম</th><th rowspan="2">আগস্ট'১৯ মাস পর্যন্ত অনিস্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">সেপ্টেম্বর'১৯ মাসে আগত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মোট</th><th colspan="3">নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে অনিস্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মন্তব্য</th></tr>
<tr><th>দন্ড</th><th>অব্যাহতি</th><th>মোট</th></tr>
<tr><td>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ</td><td>০৪</td><td>০০</td><td>০৪</td><td>০০</td><td>০১</td><td>০১</td><td>০৩</td><td></td></tr>
<tr><td>সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর</td><td>০৫</td><td>০০</td><td>০৫</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০১</td><td>০৪</td><td></td></tr>
<tr><td>বিআরটিএ</td><td>২১</td><td>০০</td><td>২১</td><td>০১</td><td>০</td><td>০১</td><td>২০</td><td></td></tr>
<tr><td>বিআরটিসি</td><td>১৭</td><td>০৩</td><td>২০</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০১</td><td>১৯</td><td></td></tr>
<tr><td>ডিটিসিএ</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td>-</td><td></td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৪৭</td><td>০৩</td><td>৫০</td><td>০৩</td><td>০১</td><td>০৪</td><td>৪৬</td><td></td></tr>
</table>
ডিটিসিএ-তে কোনো চলমান বিভাগীয় মামলা নেই।</td><td>(ক) এ বিভাগের চলমান বিভাগীয় ০৩টি মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে।<br>(খ) বিআরটিএ'র চলমান ২০টি বিভাগীয় মামলার নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকরী উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।<br>(গ) বিআরটিসিতে অনিষ্পন্ন ১৯টি মামলা নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।</td><td>দপ্তর/সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ সহকারী সচিব (তদন্ত ও শৃঙ্খলা)/ সংশ্লিষ্ট তদন্ত কর্মকর্তাগণ</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="3">আদালতে অনিষ্পন্ন মামলা<br>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/দপ্তর/সংস্থার অক্টোবর ২০১৯ সময় পর্যন্ত মামলার তথ্যাদি নিম্নরূপ:
<table>
<tr><th rowspan="2">অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থার নাম</th><th rowspan="2">গত মাস পর্যন্ত অনিস্পন্ন মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে আগত মামলার সংখ্যা</th><th rowspan="2">মোট</th><th rowspan="2">বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা</th><th colspan="2">মামলার ফলাফল</th><th rowspan="2">মাস শেষে পেন্ডিং মামলার সংখ্যা</th></tr>
<tr><th>সংস্থার পক্ষে</th><th>বিপক্ষে</th></tr>
<tr><td>সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ</td><td colspan="7">অক্টোবর ২০১৯ মাসে আদালত হতে প্রাপ্ত ২৩টি মামলার রায়/আদেশ/নির্দেশনা বাস্তবায়নের নিমিত্ত এ বিভাগ থেকে প্রক্রিয়া করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে। ২৩টি মামলার মধ্যে সওজ-এ ১৩টি, বিআরটিএ-তে ০৮টি, বিআরটিসি-তে ২টি মামলা প্রেরণ করা হয়েছে।</td></tr>
<tr><td>সওজ</td><td>৩২৩১</td><td>১১</td><td>৩২৪২</td><td>০৬</td><td>০৪</td><td>০২</td><td>৩২৩৬</td></tr>
<tr><td>বিআরটিএ</td><td>২৬৪</td><td>০২</td><td>২৬৬</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>২৬৬</td></tr>
<tr><td>বিআরটিসি</td><td>৯২</td><td>০০</td><td>৯২</td><td>০২</td><td>০১</td><td>০১</td><td>৯০</td></tr>
<tr><td>ডিটিসিএ</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০১</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০০</td><td>০১</td></tr>
<tr><td>মোট</td><td>৩৫৮৮</td><td>১৩</td><td>৩৬০১</td><td>০৮</td><td>০৫</td><td>০৩</td><td>৩৫৯৩</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

| ক্রম | আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
|---|---|---|---|
| | যুগ্মসচিব (আইন) জানান-<br>(ক) আদালতে দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিয়ে প্যানেল আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে এবং মামলা প্রক্রিয়াকরণে যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন ও সঠিক সময়ে সঠিক জবাব দাখিল করা হয়ে থাকে।<br><br>(খ) যুগ্মসচিব (আইন) জানান যে, যুগ্মসচিব (আইন) জানান যে, সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ৬০টি কনটেম্পট মামলা ছিল। অক্টোবর ২০১৯ মাসে নতুন ০১টি মামলা রুজু এবং ২টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৫৯টি। চলমান কনটেম্পট মামলার কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে।<br><br>(গ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান ১ম শ্রেণির মামলার সংখ্যা ছিল ১৫টি। অক্টোবর ২০১৯ মাসে ১টি মামলা রুজু হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ১৬টি। তন্মধ্যে সওজের ১১টি, বিআরটিএ'র ০৫টি। ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির মামলা ছিল ১০টি। অক্টোবর ২০১৯ মাসে ২য় শ্রেণিল ১টি মামলা রুজু এবং কোনো মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ১১টি। তন্মধ্যে সওজের ০৫টি ও বিআরটিএ'র ০৬টি মামলা রয়েছে। | (ক) (১) অনিষ্পন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলাগুলো নিষ্পত্তির বিষয়ে প্যানেল আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে।<br>(ক) (২) মামলা প্রক্রিয়াকরণে যথাযথ পদ্ধতি অবলম্বন ও নিয়মিত মনিটরিং অব্যাহত রাখতে হবে।<br><br>(খ) কনটেম্পট মামলাগুলো গুরুত্ব ও সতর্কতার সাথে দেখতে হবে এবং নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।<br><br>(গ) প্রশাসনিক ট্রাইব্যুনালে চলমান মামলা তদারকি অব্যাহত রাখতে হবে। | অতিরিক্ত সচি (আইন)<br>দপ্তর/সংস্থা প্রধান<br>যুগ্মসচিব (আইন)/<br>সম্পত্তি ও আই<br>কর্মকর্তা (সকল<br>সওজ এর<br>সংশ্লিষ্ট কর্মকর্ত |
| | **ক. সওজ অধিদপ্তর:**<br>প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত সওজ অধিদপ্তরে মোট ৩৫৮৮টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। অক্টোবর ২০১৯ মাসে ১১টি মামলা রুজু এবং ০৬টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে মামলার সংখ্যা ৩২৩৬টি। সওজ অধিদপ্তরের আদালতে দায়েরকৃত অনিষ্পন্ন মামলাগুলো কোন্ পর্যায়ে আছে তা নির্ধারণপূর্বক সরকারি স্বার্থ সংরক্ষণে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ/প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্বক নিষ্পত্তির ব্যবস্থা অব্যাহত আছে এবং নিয়মিত মনিটরিং করা হচ্ছে। আদালতে অনিষ্পন্ন মামলার প্রতিদিনের Cause list সংগ্রহ করা হচ্ছে। অক্টোবর ২০১৯ মাসের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে পেশ করা হয়েছে। অনিষ্পন্ন ৩২৩৬টি মামলার তথ্য Database-এ অন্তর্ভুক্তি ও হালনাগাদ করার কাজ চলমান আছে।<br>সরকারের বিপক্ষে রায় হওয়া ২টি মামলার বিষয়ে সভাপতি জানতে চাইলে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় জানান, সাতক্ষীরা সড়ক বিভাগের জায়গা হওয়া সত্ত্বেও বাদী পক্ষ সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে বিবাদী করে মামলা করেছে। নির্বাহী প্রকৌশলী, মামলার পক্ষভুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন করলেও তা আমলে নেয়া হয়নি। সরকার পক্ষের নিযুক্ত আইনজীবী প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দাখিল না করায় ২টি মামলাই সরকারের বিপক্ষে রায় হয়েছে। দুটো মামলাই একই ধরণের। রায়ের বিরুদ্ধে ইতোমধ্যে আপীল করা হয়েছে। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসক ও নিযুক্ত সরকারি আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ ও নির্বাহী প্রকৌশলী, সাতক্ষীরাকে মামলার পক্ষভুক্ত হওয়ার আবেদন করার জন্য সভাপতি এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়কে পরামর্শ প্রদান করেন। | (১) মামলাসমূহ যাচাই-বাছাই করে নিষ্পত্তির কার্যকর উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।<br>(২) প্রতিমাসে নিষ্পত্তিকৃত মামলার নম্বরসহ বিস্তারিত বিবরণ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং প্রয়োজনে সভায় উপস্থাপন করতে হবে।<br>(৩) সরকারের বিপক্ষে রায় হওয়া ২টি মামালার বিষয়ে জেলা প্রশাসকের সাথে যোগাযোগ এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ ও পক্ষভুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন করতে হবে। | প্রধান প্রকৌশলী সওজ/অতিরিক্ত সচিব (আইন)/যুগ্ম সচি (আইন)/এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা (সকল) |
| | **খ. বিআরটিএ :**<br>চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান-<br>(১) বিজ্ঞ আদালতে সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বিআরটিএ'র মোট ২৬৪টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। অক্টোবর ২০১৯ মাসে ২টি মামলা রুজু হওয়ায় এবং কোনো মামলা নিষ্পত্তি না হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মোট মামলার সংখ্যা ২৬৬টি। মামলা নিষ্পত্তির লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। নিয়োজিত বিজ্ঞ আইনজীবীর সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। মামলার কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিআরটিএ নতুন করে আরো একজন আইনজীবী নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। | (১) মামলা নিষ্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।<br><br>(২) নতুন করে একজন আইনজীবী নিয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। | চেয়ারম্যান, বিআরটিএ |
| | **গ. বিআরটিসি :**<br>চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান-<br>বিআরটিসি'র চলমান মামলাগুলো ওপর নিয়োজিত আইনজীবিদের সাথে যোগাযোগ রেখে মামলা নিষ্পত্তির ধারা অব্যাহত আছে। সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত বিআরটিসি'র মোট ৯২টি মামলা অনিষ্পন্ন ছিল। অক্টোবর ২০১৯ মাসে কোনো মামলা রুজু না হওয়ায় এবং ০২টি মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন মামলার সংখ্যা ৯০টি। বিআরটিসি'র ৫টি কনটেম্পট মামলা রয়েছে। উক্ত মামলাগুলোর কার্যক্রম নিয়মিত মনিটরিং এ রেখে নিষ্পত্তির ত্বরান্বিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে। অক্টোবর ২০১৯ মাসে বিআরটিসি'র বিপক্ষে রায় হওয়ায় ১টি মামলার বিরুদ্ধে আপীল করা হয়েছে। আপীল করা মামলার বিষয়ে আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করা এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। | (১) নিয়োজিত আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ রেখে মামলা নিষ্পত্তি ত্বরান্বিত করতে হবে।<br><br>(২) আপীল করা মামলার বিষয়ে আইনজীবীদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সরবরাহ করতে হবে। | চেয়ারম্যান, বিআরটিসি |

| ক্র. | আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী |
|---|---|---|---|
| | (২) দীর্ঘমেয়াদী লীজে গাড়ি নিয়ে শর্ত ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করার ক্ষেত্রে বিআরটিসি'র যে সকল কর্মকর্তা সঠিক সময়ে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি সে সকল কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয় খতিয়ে দেখা হচ্ছে। শর্ত ভঙ্গের জন্য ২০টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। | (৩) শর্ত ভঙ্গের দায়ে সৃষ্ট মামলার ক্ষেত্রে যে সকল কর্মকর্তা সঠিক সময়ে সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি তা দ্রুত খতিয়ে দেখে তাদের বিরুদ্ধে প্রচলিত আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। | |
| | ঘ. ডিটিসিএ<br>নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান ১২ জন জনবল নিয়মিতকরণ সংক্রান্ত কনটেম্পট মামলা রয়েছে। হাইকোর্টের রায়/আদেশ প্রতিপালনের লক্ষ্যে গাড়ীচালক ১টি এবং অফিস সহায়ক এর ৭টি পদ রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনের মঞ্জুরী আদেশ জারি করার অনুরোধ জানিয়ে সর্বশেষ ১৭/১০/২০১৯ তারিখে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে ডিটিসিএ শাখা হতে তথ্যাদি চেয়ে ডিটিসিএতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। মামলায় আপীল ও কনটেম্পট হওয়া সংক্রান্ত বিস্তারিত বিষয়গুলো ভাল করে খতিয়ে দেখার জন্য সভায় অতিরিক্ত সচিব (আইন) ও যুগ্মসচিব (আইন)-কে সভায় পরামর্শ প্রদান করা হয়। | (১) কনটেম্পট মামলাটি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে।<br>(২) মামলায় আপীল ও কনটেম্পট হওয়া সংক্রান্ত বিস্তারিত বিষয়গুলো ভাল করে খতিয়ে দেখতে হবে। | নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ<br><br>অতিরিক্ত সচিব (আইন)/ যুগ্মসচিব (আইন) |

**অডিট আপত্তির বিবরণী:**

| বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা | প্রারম্ভিক জের | অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা: সাধারণ | অগ্রিম | খসড়া | এ মাসে প্রাপ্ত | মোট | বর্তমান মাসে নিষ্পত্তি | মোট অনিষ্পন্ন |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ | ০৭ | ০৫ | ০১ | ০১ | - | ০৭ | - | ০৭ |
| সওজ অধিদপ্তর | ৭,৮২৮ | ১,১৪০ | ৫,৬৭৮ | ৬১০ | ১২ | ৭,৮৪০ | ০২ (সাঃ)<br>০৭ (অঃ) | ৭,৮৩১ |
| বিআরটিসি | ৩,১৫৪ | ২,১১৫ | ৯৪৮ | ৯১ | - | ৩,১৫৪ | ১ (সাঃ) | ৩,১৫৩ |
| বিআরটিএ | ২৭৭ | ৪৩ | ২৩৪ | - | - | ২৭৭ | - | ২৭৭ |
| ডিটিসিএ | ১৯ | ০৬ | ১২ | ০১ | | ১৯ | - | ১৯ |
| ডিএমটিসিএল | ১৪ | ০৪ | ১০ | - | - | ১৪ | - | ১৪ |
| মোট | ১০,৮৯৯ | ৩,৩১৩ | ৬,৮৮৩ | ৭০৩ | ১২ | ১০,৯১১ | ১০ | ১০,৯০১ |

উপসচিব (অডিট) জানান যে, সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ছিল ১০,৮৯৯। অক্টোবর ২০১৯ মাসে ১০টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি হওয়ায় এবং ১২টি অডিট আপত্তি অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ১০,৯০১টি।

| | | | |
|---|---|---|---|
| | (ক) অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) জানান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ৭টি অডিট আপত্তি অনিষ্পন্ন রয়েছে। এগুলো নিষ্পত্তির পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। এ বিভাগের ৭টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে এবং পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ রেখে নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। | (ক) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের ৭টি অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে সর্বাধিক গুরুত্বদিয়ে এবং পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করে নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। | অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট) যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট) |
| | (খ) বিবেচ্যমাসে সওজ এর ০২টি দ্বি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় আলোচিত ৩১টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ২৭টি অনুচ্ছেদের সুপারিশ করা হয়েছে। একই অধিদপ্তরে ০৩টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় আলোচিত ৪৮টি অনুচ্ছেদের মধ্যে ৩৭টি অনুচ্ছেদের সুপারিশ করা হয়েছে।<br><br>(গ) অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) জানান সওজ অধিদপ্তরের ৫৫টি অফিসের ব্রডশীট জাবাবের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রাপ্ত ৪১টির ব্রডশীট জবাব ২২/১০/২০১৯ তারিখে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, অবশিষ্ট ১৪টি ব্রডশীট জবাবের মধ্যে ৯টির পূর্ণাঙ্গ এবং ৫টির আংশিক জবাব সওজ অধিদপ্তর হতে মন্ত্রণালয়ে পাওয়া গিয়েছে যা পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের প্রেরণ প্রক্রিয়াধীন। পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব) জানান, ৫টির আংশিক জবাবের বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে। প্রয়োজনীয় কাগজ প্রস্তুত ও প্রমাণক খুঁজে পেতে বিলম্ব হচ্ছে বিধায় সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ হতে আংশিক জবাব প্রেরণ করা হয়েছে। তবে শিঘ্রই সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় কাগজ ও প্রমাণক সংগ্রহ করে পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রেরণ করবে। ৫টির পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব সংগ্রহ করে অবশিষ্ট ১৪টির ব্রডশীট জবাব পূর্ত অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণের ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। | (খ) দ্বিপক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা নিয়মিতভাবে আহবান করতে হবে।<br><br>(গ) সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ হতে ৫টির পূর্ণাঙ্গ জবাব সংগ্রহ করে অবশিষ্ট ১৪টির ব্রডশীট জবাব পূর্ত অডিট অধিদপ্তরে প্রেরণ করতে হবে। | দপ্তর/ সংস্থা প্রধান/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/বাজেট) যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল) |
| | (ঘ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয়সীমা বৃদ্ধির প্রস্তাব রিভিউ করে পুন:প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। | (ঘ) যানবাহন মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ব্যয়সীমা বৃদ্ধির প্রস্তাব রিভিউ করে পুন:প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। | প্রধান প্রকৌশলী, সওজ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) |

| ক্রম | আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
|---|---|---|---|
| | (ঙ) অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) জানান, ভূমি অধিগ্রহণের ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানকালে ভ্যাট/আইটি কর্তন সংক্রান্তে জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে প্রেরিত পত্রের বিষয়ে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। | (ঙ) ভ্যাট/আইটি কর্তন সংক্রান্তে জটিলতা নিরসনের লক্ষ্যে প্রেরিত পত্রের বিষয়ে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। | প্রধান প্রকৌশলী সওজ/যুগ্মসচিব (বাজেট ও অডিট) |
| | (চ) উপসচিব (অডিট) জানান, বিআরটিসি'র কোনো কার্যপত্র না পাওয়ায় ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবান করা হয়নি।<br>চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র অনিষ্পন্ন সাধারণ ও অগ্রিম অডিট আপত্তি নিষ্পত্তিকল্পে নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভা করা হচ্ছে। বিবেচ্যমাসে বিআরটিসি'র ১টি দ্বি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় ১৭টি আপত্তি নিষ্পত্তির সুপারিশ করা হয়েছে। আরো ২২টি সাধারণ আপত্তি ওপর দ্বি-পক্ষীয় সভায় আহবানের লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরে কার্যপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। | (চ) বিআরটিসি'র অডিট আপত্তির নিষ্পত্তির লক্ষ্যে নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় ও ত্রি-পক্ষীয় সভার আয়োজন করতে হবে। | চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) |
| | (ছ) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ডিটিসিএ'র DUTP প্রকল্পের অনুকূলে ৯টি অডিট আপত্তি রয়েছে। অফিস স্থানান্তরের ফলে প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র হারিয়ে যাওয়ায় আপত্তির সাথে প্রমাণকসমূহ সংযুক্ত করা যাচ্ছে না। ইতোপূর্বে আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করা হলেও তা ফলপ্রসূ হয়নি। তাই DUTP প্রকল্পের অডিট আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ নেয়া প্রয়োজন। এ বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) জানান আপত্তিসমূহ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে একটি ত্রি-পক্ষীয় সভায় আহবান করা প্রয়োজন। ডিটিসিএ হতে কার্যপত্র প্রেরণ করা হলে ত্রি-পক্ষীয় সভা আয়োজনের উদ্যোগ নেয়া হবে। | (ছ) ডিটিসিএ DUTP প্রকল্পের ৯টি আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে ত্রি-পক্ষীয় সভা আহবানের লক্ষ্যে কার্যপত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। | নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) |
| | (জ) ডিএমটিসিএল এর প্রতিনিধি জানান, ডিএমটিসিএল-এর বর্তমানে অনিষ্পন্ন অডিট আপত্তির সংখ্যা ১৪টি। অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির উদ্যোগ অব্যাহত আছে। | (জ) নিষ্পত্তির উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। | ব্যবস্থাপনা পরিচালক (ডিএমটিসিএল)/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট) |

৫. পেনশন কেইস:

| সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ/ অধিদপ্তর/ কর্তৃপক্ষ/ সংস্থা | বিগত মাস হতে আগত | বিবেচ্যমাসে আগত | মোট | বিবেচ্যমাসে নিষ্পত্তি | অবশিষ্ট অনিষ্পন্ন | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ | ০৪ | - | ০৪ | - | ০৪ | দীর্ঘ পেন্ডিং |
| সওজ অধিদপ্তর | ২২ | ৫ | ২৭ | ২ | ২৫ | |
| বিআরটিসি | ১৬৫ | ৩ | ১৬৮ | - | ১৬৮ | গ্র্যাচুইটি |
| বিআরটিএ | - | - | - | - | - | |
| ডিটিসিএ | - | - | - | - | - | |
| মোট | ১৯১ | ৮ | ১৯৯ | ২ | ১৯৭ | |

| ক্রম | আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
|---|---|---|---|
| | **ক. সওজ:**<br>উপসচিব (সওজ গেজেটেড ও সংস্থাপন) জানান, দীর্ঘ পেন্ডিং ৪টি পেনশন কেইসের মধ্যে অডিট আপত্তির কারণে অনিষ্পন্ন ৩টি পেনশন কেইস পিএ কমিটিতে উত্থাপনের লক্ষ্যে অডিট শাখা হতে কার্যক্রম গ্রহণ করেছে মর্মে জানা যায়।<br>সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরাধীন অক্টোবর ২০১৯ মাসের অনিষ্পন্ন পেনশন কেইস এর হালনাগাদ তথ্যাদি নির্ধারিত ছকে সন্নিবেশিত করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বর্তমানে সওজ অধিদপ্তরে নন-গেজেটেড কর্মকর্তা/কর্মচারিদের একটি পেনশন কেইস অনিষ্পন্ন আছে। এছাড়া, অডিট আপত্তিসহ অন্যান্য বিষয় মীমাংসা করে পেনশন কেইস দ্রুত নিষ্পত্তি করার কাজ চলমান আছে। | (ক) ৩টি পেনশন কেইস পিএ কমিটিতে উত্থাপনের লক্ষ্যে পূর্ত অডিট অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে।<br>(খ) নির্ধারিত সময়ে মধ্যে পেনশন আদেশ জারির লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। | প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/অতিরিক্ত সচিব/ অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/ পরিচালক (নিরীক্ষা ও হিসাব), সওজ |
| | **খ. বিআরটিসি:**<br>চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিসি'র কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। | প্রতিমাসে কর্মকর্তা ও কর্মচারিদের গ্র্যাচুইটি ও বকেয়া বেতন পরিশোধের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। | চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি) |
| ৬. | **আইন, বিধিমালা ও নীতিমালা প্রণয়ন/সংশোধন:**<br>**ক. মহাসড়ক আইন, ২০১৯:**<br>সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, বাংলা ভাষা বাস্তবায়ন কোষ কর্তৃক প্রমিতীকরণকৃত "আইনের খসড়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা সংক্রান্ত মন্ত্রিপরিষদ কমিটি"-এর পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য ২৬/০৯/২০১৯ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়। উক্ত খসড়া আইনের ওপর মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ০৫/১১/২০১৯ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার কার্যবিবরণী পাওয়া গিয়েছে। খসড়া আইনের ওপর কিছু সংশোধনী/ পর্যবেক্ষণের পরামর্শক দিয়েছেন। পরামর্শ অনুযায়ী সংশোধন/পরিমার্জন করে খসড়া আইনটি পুনরায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হবে। | মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পরামর্শ অনুযায়ী মহাসড়ক আইন, ২০১৯ এর খসড়া সংশোধন/পরিমার্জন করে পুনরায় মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে। | অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) |

| ক্র. | আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী |
|---|---|---|---|
| | **খ. সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর আওতায় বিধিমালা প্রণয়ন সংক্রান্ত:**<br>সহকারী সচিব (বিআরটিএ) জানান, সড়ক পরিবহন ২০১৮ এর বিধিমালা চূড়ান্তকরণের কাজ চলমান। এ সংক্রান্ত সর্বশেষ ২৯/১০/২০১৯ তারিখ বিআরটিএ সদর কার্যালয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিধিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম নিয়মিতভাবে অব্যাহত রাখার জন্য সভাপতি চেয়ারম্যান, বিআরটিএকে পরামর্শ প্রদান করেন। | সড়ক পরিবহন ২০১৮ এর বিধিমালা চূড়ান্তকরণের কাজ নিয়মিতভাবে অব্যাহত রাখতে হবে এবং যথাসম্ভব দ্রুত সময়ের মধ্যে বিধিমালা প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত করতে হবে। | চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/যুগ্মসচিব (আইন/বিআরটিএ) |
| | **গ. ডিটিসিএ'র চাকুরি প্রবিধানমালা প্রণয়ন:**<br>নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগ কর্তৃক ভেটিংকৃত প্রবিধানমালায় যে পরিবর্তন আনা হয়েছে তা সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রতীয়মান না হওয়ায় ভেটিংকৃত এবং ডিটিসিএ কর্তৃক প্রস্তাবিত প্রবিধানমালার তফসিলের তুলনামূলক বিবরণী প্রস্তুতপূর্বক ১৭/১০/২০১৯ তারিখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর প্রেরণ করে সংশোধনী/প্রস্তাব দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে ডিটিসিএ শাখা হতে জানানো হয়েছে সংশোধনী/প্রস্তাব পুনরায় ভেটিংএর জন্য ৩১/১০/২০১৯ তারিখে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। | ডিটিসিএ'র চাকুরি প্রবিধানমালা, ২০১৯ ভেটিং এর বিষয়ে লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক বিভাগে যোগাযোগ করতে হবে। | নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) যুগ্মসচিব, ডিটিসিএ |
| | **বৃক্ষরোপন :**<br>প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান-<br>(ক) মেগা ও চলমান প্রকল্পের বাইরে ৬৫টি সড়ক বিভাগে রোপিত গাছের পরিচর্যা অব্যাহত আছে। এছাড়া, রোপিত গাছের পরিদর্শন কার্যক্রম অব্যাহত আছে।<br>(খ) আমিন বাজার হতে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত মহাসড়কের মিডিয়ানের গ্যাপে সৌন্দর্য্যবর্ধক গাছ লাগানোর কাজ শেষ হয়েছে এবং পরিচর্যা অব্যাহত আছে। | (ক) মেগা ও চলমান প্রকল্পের বাইরে ৬৫টি সড়ক বিভাগে রোপিত গাছের পরিচর্যা অব্যাহত রাখতে হবে।<br>(খ) আমিন বাজার হতে সাভার জাতীয় স্মৃতিসৌধ পর্যন্ত মহাসড়কের মিডিয়ানের গ্যাপে সৌন্দর্য্যবর্ধক গাছ লাগানো ও পরিচর্যার কাজ অব্যাহত রাখতে হবে। | প্রধান প্রকৌশলী, অতিরিক্ত সচিব/ প্রধান বৃক্ষপালনবিদ/ মনিটরিং টীম (সকল)/নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল) |
| | (গ) যুগ্মসচিব (সওজ নন-গেজেটেড) জানান, সওজ অধিদপ্তরের বৃক্ষরোপন ও ল্যান্ডস্ক্যাপিং নীতিমালা-২০১৯ চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে ২৯/১০/২০১৯ তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার নির্দেশনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। | (গ) বৃক্ষরোপন ও ল্যান্ডস্ক্যাপিং নীতিমালা-২০১৯ (খসড়া) চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। | অতিরিক্ত সচিব /যুগ্মসচিব (টোল ও এক্সেল) |
| | (ঘ) প্রধান বৃক্ষপালনবিদ জানান, ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছের পরিচর্যা করার জন্য সংশ্লিষ্ট গাজীপুর ও ময়মনসিংহ সড়ক বিভাগকে আংশিক অর্থ প্রদান করা হয়েছে। তবে তা পর্যাপ্ত না হওয়ায় পুনরায় অর্থ বরাদ্দের জন্য রক্ষণাবেক্ষণ সার্কেলের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীকে অনুরোধ করা হয়েছে। | (ঘ) ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কে রোপিত গাছের পরিচর্যা করার জন্য সংশ্লিষ্ট গাজীপুর ও ময়মনসিংহ সড়ক বিভাগকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দের জন্য কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। | অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ময়মনসিংহ জোন/প্রধান বৃক্ষপালনবিদ |
| | **অবৈধ স্থাপনা অপসারণ:**<br>প্রধান প্রকৌশলী,সওজ জানান, জেলা পরিষদ হতে হস্তান্তরকৃত সম্পত্তির রেকর্ড সংগ্রহপূর্বক সওজের নামে রেকর্ডভুক্ত করার জন্য সকল সড়ক বিভাগসমূহকে ৩১/০৭/২০১৯ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়। সে অনুযায়ী নরসিংদী সড়ক বিভাগের ১৮টি মহাসড়ক ও বগুড়া সড়ক বিভাগের ১৭টি মহাসড়ক সওজ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভুক্তকরণের কাজ চলমান রয়েছে। এছাড়া, গাজীপুর সড়ক বিভাগের ২৩টি মহাসড়ক সওজ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভুক্ত করার জন্য জোনাল সেটেলমেন্ট অফিসার, তেজগাঁও, ঢাকা বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং যশোহর সড়ক বিভাগের ৫টি মহাসড়ক সওজ অধিদপ্তরের নামে রেকর্ডভুক্তকরণের জন্য এস্টেট ও ল' অফিসার, সওজ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।<br>এছাড়া, এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন জানান, সওজের অনেক সম্পত্তি রয়েছে যা অধিগ্রহণ করা হয়েছে। কিন্তু নামজারি বা হালনাগাদ রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। এসকল সম্পত্তি নামজারি বা রেকর্ডভুক্ত করার জন্য সওজ অধিদপ্তরের পক্ষ হতে উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন। | (১) জেলা পরিষদ হতে হস্তান্তরকৃত সম্পত্তির রেকর্ড সংগ্রহপূর্বক সওজের নামে রেকর্ডভুক্ত করার কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।<br>(২) সওজ এর নামে অধিগ্রহণকৃত যে সকল ভূমির নামজারি বা হালনাগাদ রেকর্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। সে সকল জায়গা সম্পত্তি নামজারি বা রেকর্ডভুক্ত করার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। | প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট)/ সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল) |

| ক্রম | আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
|---|---|---|---|
| | **এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয়:**<br>সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান,<br>(১) ০১/১০/২০১৯ তারিখ ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার মধ্যে অবস্থিত সওজ অধিদপ্তরের ঢাকা সড়ক বিভাগাধীন আমতলি, ৩০৮ পূর্ব নাখালপাড়া, তালতলাস্থ অবৈধভাবে গড়ে ওঠা পাকা ছাদওয়ালা বিল্ডিং/সেমিপাকা ভাড়া ঘর/কাঁচা ভাড়া ঘর এবং সেমি পাকা/টিনসেড দোকানসহ মোট ১৫৫টি অবৈধ স্থাপনা এবং সওজ এর ১০টি বাসাবাড়ি হতে অবৈধভাবে অবস্থানরত ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর কর্মচারিদের ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে উচ্ছেদ করা হয়। এতে প্রায় ৬৫ শতাংশ ভূমি অবৈধ দখল মুক্ত হয়েছে। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ৩০(ত্রিশ) কোটি টাকা।<br><br>(২) ২৯/১০/২০১৯ তারিখ হবিগঞ্জ সড়ক বিভাগাধীন ঢাকা (কাঁচপুর)-ভৈরব-জগদীশপুর-শায়েস্তাগঞ্জ-সিলেট-তামাবিল-জাফলং জাতীয় মহাসড়কের ১২১তম কিলোমিটার হতে ১৫৬তম কিলোমিটার পর্যন্ত শায়েস্তাগঞ্জ মোড়, অলিপুর মোড়, মাধবপুর বাজার এর মহাসড়কের পার্শ্বে অবৈধভাবে গড়ে ওঠা সেমি পাকা/টিনশেড/কাঁচা দোকান ও বিলবোর্ডসহ সর্বমোট ৫১২ (পাঁচশত বার)টি অবৈধ স্থাপনা ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে উচ্ছেদ করা হয়। এতে প্রায় ১২৭ শতক ভূমি অবৈধ দখল মুক্ত হয়েছে, যার আনুমানিক বাজার মূল্য ২১ (একুশ) কোটি টাকা। উদ্ধারকৃত জায়গা দখলে রাখার জন্য সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগ হতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ করা আবশ্যক মর্মে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, প্রধান কার্যালয় অবহিত করেন। | উচ্ছেদ কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। | প্রধান প্রকৌশলী<br>অতিরিক্ত সচি<br>(এস্টেট)/<br>সম্পত্তি ও আই<br>কর্মকর্তা, প্রধা<br>কার্যালয় |
| | **ঢাকা জোন:**<br>সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান,<br>(ক) এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন কর্তৃক ০৫/১০/২০১৯, ১৩/১০/২০১৯, ১৪/১০/২০১৯, ১৯/১০/২০১৯, ২১/১০/২০১৯, ৩০/১০/২০১৯ ও ৩১/১০/২০১৯ তারিখে নারায়নগঞ্জ, বগুড়া, গাজীপুর ও নীলফামারী জোনের অধিভুক্ত এলাকায় সওজের বিভিন্ন জায়গা হতে ২১১১টি অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়। এতে প্রায় ৩৭.৬ একর জমি উদ্ধার করা হয়। যার বাজার মূল্য ২০২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা কম/বেশী। এছাড়া, উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনার সময় জব্দকৃত মালামাল তাৎক্ষণিক উন্মুক্ত নিলাম করে বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে ৬ লক্ষ ৪২ হাজার টাকা জমা প্রদান করা হয়েছে; এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন সভাকে অবহিত করেন অনেক সময় উদ্ধারকৃত জায়গা সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে পুনরায় অবৈধ স্থাপনা গড়ে ওঠে ও অবৈধ দখল চলে যায়। এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের পক্ষ হতে উদ্ধারকৃত জায়গা দখলে রাখার জন্য বৃক্ষরোপন, বাউন্ডারী, শেড নির্মাণ, গাড়ী পার্কিংসহ বিভিন্ন ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। | (ক) (১) সংশ্লিষ্ট সড়ক বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলীগণের কাছ থেকে চাহিদাপত্র সংগ্রহ করে উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।<br><br>(ক) (২) সওজ এর উদ্ধারকৃত জায়গা দখলে রাখার জন্য বৃক্ষরোপন, বাউন্ডারী, শেড নির্মাণ, গাড়ী পার্কিংসহ বিভিন্ন ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। | প্রধান প্রকৌশলী<br>সওজ / সম্পা<br>ও আইন<br>কর্মকর্তা, ঢাক<br>জোন<br><br>প্রধান প্রকৌশলী<br>সওজ/যুগ্মসচি<br>(সম্পত্তি) |
| | (খ) প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, ভূমি ব্যবস্থাপনার ওপর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের নিমিত্ত প্রশিক্ষণের বিষয়বস্তু সওজের প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডারে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। | (খ) এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দেয়া যেতে পারে। | |
| | **খুলনা জোন:**<br>সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, সম্প্রতি জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় কর্তৃক সওজ অধিদপ্তরের খুলনা জোনে একজন এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা পদায়ন করা হয়েছে। গত ১২/১১২০১৯ তারিখে এ বিভাগ হতে উক্ত কর্মকর্তাকে পদায়ন আদেশ দেয়া হয়েছে। যোগদানকৃত কর্মকর্তার অধিভুক্ত এলাকায় উচ্ছেদ পরিচালনার জন্য ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা প্রদানের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করার বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। | যোগদানকৃত কর্মকর্তাকে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা প্রদানের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। | প্রধান প্রকৌশলী<br>অতিরিক্ত সচিব<br>(এস্টেট)/যুগ্মসচি<br>(সম্পত্তি)/এস্টে<br>ও আইন কর্মকর্ত<br>খুলনা |
| | **চট্টগ্রাম জোন:**<br>সিনিয়র সহকারী সচিব (সম্পত্তি) জানান, ১৬/১০/২০১৯ তারিখে দোহাজারী সড়ক বিভাগাধীন চট্টগ্রাম-কক্সবাজার জাতীয় মহাসড়কের ২৩তম কিলোমিটারে ইন্দ্রপুল হতে চক্রশালা পর্যন্ত সরলীকরণ প্রকল্প (পটিয়া বাইপাস সড়ক) উদ্বোধন করার সদয় সম্মতি জ্ঞাপন এর প্রেক্ষিতে ১৫/১০/২০১৯ তারিখ পটিয়া বাইপাস সড়কের ইন্দ্রপুল হতে চক্রশালা পর্যন্ত ৫.৫ কিলোমিটার এলাকায় মহাসড়কের দু'পার্শ্বে সওজ অধিগ্রহণকৃত ভূমিতে গড়ে ওঠা ২৫টি অবৈধ পাকা/আধাপাকা/টিনশেডের দোকান ঘর/স্থাপনা অপসারণ করে ০.৭০ একর (সত্তর শতক) জমি অবৈধ দখল মুক্ত করা হয়, যার আনুমানিক বাজারদর ২ কোটি টাকা। | অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। | প্রধান প্রকৌশলী<br>অতিরিক্ত সচিব<br>(এস্টেট)/সম্পত্তি<br>ও আইন কর্মকর্ত<br>চট্টগ্রাম |

| ম | আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী |
|---|---|---|---|
| | **বিআরটিএ মোবাইলকোর্ট পরিচালনা:**<br>চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, জানান,<br>(ক) বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত আছে। এ সংক্রান্ত তথ্য প্রতিমাসের ০৩ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করা হচ্ছে। অক্টোবর ২০১৯ মাসে ১২৩৯টি মামলার মাধ্যমে ২৬,৭৯,৬০০/- (ছাব্বিশ লক্ষ উনআশি হাজার ছয়শত) টাকা জরিমানা আদায়, ১৮ জনকে বিভিন্ন মেয়াদে কারাদন্ড প্রদান এবং ০৪টি যানবাহন ডাম্পিং স্টেশনে প্রেরণ করা হয়েছে। | (ক) বিআরটিএ'র মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে এবং এ সংক্রান্ত তথ্য প্রতি মাসের ০৩ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। | চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ |
| | (খ) যথাযথ নিয়ম অনুসরণকরত: যানবাহনের ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে। সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রমে পরিদর্শন কর্মকর্তাদের সঠিক দিকনির্দেশনা এবং মনিটরের বিষয়টি অব্যাহত রাখার ওপর সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। | (খ) যথাযথ নিয়ম মেনে সার্টিফিকেট প্রদান কার্যক্রমে পরিদর্শন কর্মকর্তাদের সঠিক দিকনির্দেশনা প্রদান এবং মনিটরের বিষয়টি অব্যাহত রাখতে হবে। | |
| | (গ) সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, ২২টি মহাসড়কে ইতোপূর্বে নিষিদ্ধ ঘোষিত থ্রি-হুইলার, নসিমন, করিমন, ভটভটি, ইজিবাইক চলাচল বন্ধে ২৪/০৯/২০১৯ তারিখে সকল জেলা প্রশাসক এবং হাইওয়ে পুলিশকে পত্র দেয়া হয়েছে। | (গ) ২২টি মহাসড়কে নিষিদ্ধ ঘোষিত থ্রি-হুইলার চলাচল বন্ধের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য সকল জেলা প্রশাসক ও হাইওয়ে পুলিশের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। | চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (এস্টেট) যুগ্মসচিব (বিআরটিএ) |
| | (ঘ) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, জানান, ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা অব্যাহত রয়েছে। | (ঘ) ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে। | চেয়ারম্যান, বিআরটিএ |
| | **অবৈধ বিল বোর্ড অপসারণ:**<br>ফুট ওভারব্রীজ, সেতু ও মহাসড়কে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণের কার্যক্রমের অংশ হিসেবে এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, ঢাকা জোন ১৭২টি এবং এস্টেট ও আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম জোন কর্তৃক ১৫টি বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণ করা হয়েছে। অবৈধ বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সভাপতি এস্টেট ও আইন কর্মকর্তাদের পরামর্শ প্রদান করেন। | সম্পত্তি ও ব্যবস্থাপনা নীতিমালা অনুযায়ী ফুট ওভারব্রীজ, সেতু ও মহাসড়কে অবৈধভাবে স্থাপিত বিলবোর্ড/বিজ্ঞাপন বোর্ড অপসারণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। | প্রধান প্রকৌশলী, সওজ/সম্পত্তি ও আইন কর্মকর্তা (সকল)/ নির্বাহী প্রকৌশলী (সকল) |
| | **সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি এবং ফেরি ও গাড়ী ব্যবস্থাপনা:**<br>অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) জানান-<br>(ক) মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত কনডেমনেশন কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অকেজো ঘোষণাকৃত গাড়ীসমূহ সরঞ্জাম নিয়ন্ত্রণ বিভাগ, ঢাকা কর্তৃক নিলামে বিক্রয়ের নিমিত্ত দরপত্র আহবান করা হয়েছে। ২৯/০৯/২০১৯ তারিখে দরপত্র খোলা হয়েছে। অতিসত্বর কার্যাদেশ প্রদানের মাধ্যমে মালামাল হস্তান্তরের কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে। | (ক) অকেজো ঘোষণাকৃত গাড়ী নিলামে বিক্রির কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। | প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) |
| | (খ) টেকসই মহাসড়ক নির্মাণ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির এ্যাসফল্ট প্ল্যান্ট, সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি সংগ্রহ" শীর্ষক প্রকল্পের পুনর্গঠিত ডিপিপি ২৩/১০/২০১৯ তারিখে পরিকল্পনা কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। এছাড়া, এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দেয়ার বিষয়ে নির্দেশনা দেয়া হয়। | (খ) প্রকল্প বাস্তবায়নে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে এবং এজেন্ডাটি আগামী সভার কার্যপত্র হতে বাদ দিতে হবে। | |
| | (গ) (১) সওজ অধিদপ্তরের সড়ক বিভাগের মধ্যে ২০টি সড়ক বিভাগে শেড বিদ্যমান আছে। ৪৪টি সড়ক বিভাগের শেড নির্মাণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। তন্মধ্যে ৯টি সড়ক বিভাগের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং ৫টি সড়ক বিভাগের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৩০টি সড়ক বিভাগের প্রাক্কলন প্রস্তুত পর্যায়ে রয়েছে। | (গ) (১) শেড নির্মাণের লক্ষ্যে অবশিষ্ট ৩০টি সড়ক বিভাগের প্রাক্কলন প্রস্তুত করতে হবে এবং তদানুযায়ী বরাদ্দ দিতে হবে। | প্রধান প্রকৌশলী/ অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)/যুগ্মপ্রধান |
| | (গ) (২) গাজীপুর সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণের লক্ষ্যে জায়গা নির্বাচন করার জন্য যোগাযোগ অব্যাহত আছে। | (গ) (২) গাজীপুর সড়ক বিভাগে শেড নির্মাণের জন্য দ্রুত জায়গা নির্বাচন করতে হবে। | |

| ক্রম | আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
|---|---|---|---|
| ১১. | **পদসৃজন সংক্রান্ত :**<br>**ক. ডিটিসিএ'র গাড়ী চালক ও অফিস সহায়ক পদ নিয়মিত করণ:**<br>নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, মহামান্য হাইকোর্টের রায়/আদেশ প্রতিপালনের লক্ষ্যে গাড়ীচালকের ১টি এবং অফিস সহায়ক এর ৭টি পদ রাজস্ব খাতে অস্থায়ীভাবে সৃজনের মঞ্জুরী আদেশ জারি করার অনুরোধ জানিয়ে ১৭/১০/২০১৯ তারিখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে ডিটিসিএ শাখা হতে কিছু তথ্যাদি চেয়ে ডিটিসিএতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। | (১) অর্থ বিভাগের সম্মতির আলোকে ৮ জন কর্মচারির নিয়মিতকরণের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। | নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) উপসচিব ডিটিসিএ অতিরিক্ত সচিব (আরবান ট্রান্সপোর্ট) |
| ১২. | **সরকারের বিশেষ উদ্যোগসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা :**<br>**(ক) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA):**<br>উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান-<br>(১) ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত আছে। এপিএ'র ১ম ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন নির্ধারিত তারিখে (১৫.১০.২০১৯) এপিএএমএস সফটওয়্যারে দাখিল করা হয়েছে। বাস্তবায়ন অগ্রগতি সন্তোষজনক। ২০১৯-২০ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা পুনর্নির্ধারণ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে ২০/১১/২০১৯ তারিখ সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় সওজ অধিদপ্তর ও বিআরটিএ'র লক্ষ্যমাত্রা পুনর্নির্ধারণ বিষয়ে উপস্থাপন করা হবে। | (১) (ক) ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA) এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে।<br>(১) (খ) লক্ষ্যমাত্রা পুনর্নির্ধারণ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে অনুষ্ঠিতব্য সভায় সওজ অধিদপ্তর ও বিআরটিএ'র পুনর্নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা উপস্থাপন করতে হবে। | দপ্তর/সংস্থা প্রধান অতিরিক্ত সচিব/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/উপসচি (নন-গেজেটেড সংস্থাপন) |
| | (২) দপ্তর/সংস্থা হতে জানানো হয়েছে, দপ্তর/সংস্থা ও মাঠ পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের এপিএ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ আয়োজনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। | (২) দপ্তর/সংস্থা'র মাঠ পর্যায়ের এপিএ বাস্তবায়ন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের এপিএ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে। | দপ্তর/সংস্থা প্রধান অতিরিক্ত সচিব/অতিরিক্ত সচিব (বাজেট)/উপসচি (নন-গেজেটড সংস্থাপন) |
| | (৩) দপ্তর/সংস্থার প্রধানগণ জানিয়েছেন, এপিএ বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রণোদনা হিসাবে প্রশংসাপত্র, Crest, Letter of Appreciation এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/সফরের আয়োজন বিষয়ে পর্যায়ক্রমে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। | (৩) এপিএ বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের প্রণোদনা হিসাবে প্রশংসাপত্র, Crest, Letter of Appreciation এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বৈদেশিক প্রশিক্ষণ/সফরে ব্যবস্থা করতে হবে। | দপ্তর/সংস্থা প্রধান |
| | **(খ) জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল (NIS) ২০১৮-২০১৯:**<br>(১) সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের NIS কর্ম-পরিকল্পনাভুক্ত ২০১৯-২০ এর ১ম প্রান্তিকের বাস্তবায়ন অগ্রগতির ওপর নৈতিকতা কমিটির সভা ২৬/০৯/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় এ বিভাগ ও অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থার ১ম প্রান্তিকের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হয়। এ বিভাগের বাস্তবায়ন শতভাগ এবং অধীনস্ত দপ্তর/সংস্থার বাস্তবায়ন সন্তোষজনক। নির্ধারিত কর্ম-পরিকল্পনা অনুযায়ী ০৩/১০/২০১৯ তারিখে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ এবং এ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ১৩/১০/২০১৯ তারিখে অধীনস্থ দপ্তর/সংস্থার NIS কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৯-২০ এর ১ম প্রান্তিকের বাস্তবায়ন অগ্রগতির ওপর ফিডব্যাক প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া, NIS কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৯-২০ এর ২য় প্রান্তিকের (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯) বাস্তবায়ন কার্যক্রম চলমান। | জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম-পরিকল্পনা ২০১৯-২০ এর লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নে কার্যক্রম চলমান রাখতে হবে। | সংস্থা/দপ্তর প্রধান, সংশ্লিষ্ট উইং প্রধান, শুদ্ধাচার ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা, শুদ্ধাচার ডেস্ক কর্মকর্তা |
| | **(গ) Grivance Redress System - GRS :**<br>(১) ফোকাল পয়েন্ট GRS জানান, সেপ্টেম্বর ২০১৯ মাসে এ বিভাগে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে ২৯টি অভিযোগ/মতামত পাওয়া গিয়েছে। ২৯টি অভিযোগ/মতামতের মধ্যে ১৪টি সওজ অধিদপ্তর, ১০টি বিআরটিসি, ০৩টি বিআরটিএ এবং ০১টি এমআরটি সংশ্লিষ্ট। ০১টি অভিযোগ এ বিভাগ সংশ্লিষ্ট নয়। উল্লিখিত অভিযোগগুলোর মধ্যে ১৫টি অভিযোগ নিষ্পত্তি করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১৩টি অভিযোগ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সওজ অধিদপ্তর (০১টি), বিআরটিসি (১০টি) ও বিআরটিএ (০২টি) এর সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট বরাবর প্রেরণ করা হয়েছে। | (১) (ক) অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা সংক্রান্ত নির্দেশিকা, ২০১৫ অনুসরণে অভিযোগ নিষ্পত্তি কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে হবে। | দপ্তর/সংস্থা প্রধান, GRS ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা |

| ক্রম | আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী |
|---|---|---|---|
| | (২) চেয়ারম্যান, বিআরটিএ, জানান, ভাড়া আদায় সংক্রান্ত অভিযোগ বিষয়ে অক্টোবর ২০১৯ মাসে ভ্রাম্যমান আদালত কর্তৃক ১২৩৯টি মামলায় ২৬,৭৯,৬০০/- (ছাব্বিশ লক্ষ উনআশি হাজার ছয়শত) টাকা আদায় করা হয়েছে। | (১) (খ) দপ্তর/সংস্থাসমূহে প্রাপ্ত অভিযোগ এবং নিষ্পত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রতিমাসের ৫ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ অব্যাহত থাকবে।<br>(২) ভাড়া আদায় সংক্রান্ত অভিযোগ বিষয়ে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনাসহ অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে। | চেয়ারম্যান, বিআরটিএ |
| | **(ঘ) সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড:**<br>অতিরিক্ত সচিব (বাজেট ও অডিট) জানান, সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড এর বিধিমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিধিমালা প্রণয়নের কাজ চলমান আছে। আগামী ১ বা দেড় মাসের মধ্যে বিধিমালা প্রণয়নের কাজ শেষ করা যাবে মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়। | সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ তহবিল বোর্ড এর বিধিমালা প্রণয়নের কাজ সমাপ্ত করতে হবে। | অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (স.র.ত.ব) |
| | **(ঙ) Public Sevrice Innovation:**<br>উপসচিব (টোল ও এক্সেল) জানান, ২০১৯-২০ অর্থবছরের বার্ষিক উদ্ভাবনী কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ব্র্যাক সিডিএম-এ উদ্ভাবনী বিষয়ক কর্মশালা আয়োজনের জন্য কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হচ্ছে। শীঘ্রই কর্মশালার আয়োজন করা হবে। | ব্র্যাক সিডিএম এর সাথে যোগাযোগ করে মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিয়ে দ্রুত উদ্ভাবনী বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন করতে হবে। | অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ উপসচিব (সওজ গেজেটড ও সংস্থাপন) |
| | **(চ) ই-ফাইল বাস্তবায়ন কার্যক্রম:**<br>সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট জানান, অক্টোবর'১৯ মাসে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ ৮৩৫টি নথি ও ৫৭২টি পত্রজারি, সওজ অধিদপ্তর ২৫২টি নথি ও ২৭৫টি পত্রজারি, বিআরটিএ ৯২টি নথি ও ৯৮টি পত্রজারি, বিআরটিসি ২২৪টি নথি ও ৩২টি পত্রজারি, ডিটিসিএ ৪৩টি নথি ও ৩৩টি পত্রজারি, এবং ডিএমটিসিএল ৫৮টি নথি ও ১৭টি পত্র জারির মাধ্যমে ই-ফাইল কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। ই-নথি বিষয়ে অধিনস্ত অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ/সংস্থা হতে বিস্তারিত সভায় উপস্থাপন করতে পারেন। মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার ই-নথি কার্যক্রম ত্বরন্বিত করার জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। | মন্ত্রণালয় ও দপ্তর/সংস্থার ই-নথির কার্যক্রম ত্বরান্বিত করতে হবে। | অতিরিক্ত সচিব/ অধিদপ্তর/কর্তৃপক্ষ সংস্থা প্রধান/ সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট |
| | **(ছ) সুনীল অর্থনীতি (Blue Economy):**<br>যুগ্মপ্রধান, জানান, সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের সভাপতিত্বে গত ০৭/১১/২০১৯ তারিখে সুনীল অর্থনীতি বিষয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এ বিভাগের কর্মকর্তা, দপ্তর/সংস্থার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাসহ নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয় ও জালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। দেশের নৌ-বন্দর কর্তৃপক্ষ, বিআইডাব্লিউটিএ, নৌ-পরিবহন মন্ত্রণালয়ের সাথে আলোচনা করে তদানুযায়ী সওজ অধিদপ্তর কার্যক্রম গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হবে মর্মে সভায় আলোচনা হয়। সভার কার্যবিবরণীর খসড়া প্রস্তুত করা হয়েছে যা অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন পর্যায়ে রয়েছে। | সুনীল অর্থনীতি বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। | দপ্তর/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) যুগ্মপ্রধান/ সিনিয়র সহকারী প্রধান (বৈদেশিক সহায়তা শাখা) |
| ১. | **বিবিধ:**<br>**ক. Rapid Pass:**<br>(১) নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ১৫/৯/২০১৯ তারিখ হতে বিআরটিসি'র আজিমপুর-মোহাম্মদপুর সার্কুলার AC বাসে Rapid Pass এর ব্যবহার শুরু হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে ১৫-১৭ সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত সময়ে সার্কুলার রুটের ৫টি স্টপেজে প্রচারণা কার্যক্রম করা হয়েছে।<br>চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ধানমন্ডি-আজিমপুর চক্রাকার রুটে ১৫টি বাসে সংযোজিত Rapid Pass ডিভাইস সচল করা হয়েছে। DBBL এর ঢাকাস্থ সকল বাস এর মাধ্যমে Rapid Pass কার্ড এর কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে।<br>(২) নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, রুট পারমিট প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান আঞ্চলিক পরিবহন কমিটি (RTC) কর্তৃক অনুমোদিত নতুন এসি বাস সার্ভিসে ভাড়া আদায় কার্যক্রমে র‍্যাপিড পাস ব্যবহারের নির্দেশনা প্রদানের জন্য ১৭/১০/২০১৯ তারিখে চেয়ারম্যান, BRTA-কে পত্র দেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান বাস অপারেটরসহ সংশ্লিষ্টদের নিয়ে শিঘ্রই একটি সভার আহবান করা হবে। Rapid Pass কার্ডের ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্য ঢাকা সিটিতে চলমান বিআরটিসি'র এসি বাসে র‍্যাপিড পাস সিস্টেম চালু করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে বিআরটিসি'র বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন মর্মে নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ সভাকে অবহিত করেন। | (১) (ক) Rapid Pass এর ব্যবহার সাধারণ মানুষের মধ্যে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে এর ব্যাপক প্রচার প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে।<br>(২) (খ) ঢাকা মহনগরীতে মালিকাধীন সকল এসি বাসে ভাড়া আদায় কার্যক্রমে Rapid Pass সিস্টেম চালু করার লক্ষ্যে বিআরটিএ ও ডিটিসিএ'র মধ্যে সমন্বিত উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। | নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ প্রকল্প পরিচালক, র‍্যাপিড পাস/সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট |

| ক্রম | আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়ন |
|---|---|---|---|
| | (৩) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, জোয়ারসাহারা-মতিঝিল রুটের ১২টি বাসে সংযোজিত Rapid Pass ডিভাইস সচল করা হয়েছে। টঙ্গী-আব্দুল্লাহপুর-এয়ারপোর্ট-মতিঝিল রুটে Rapid Pass ডিভাইস সম্বলিত বাসের রুট পরিবর্তিত হওয়ায় খালপাড়-আব্দুল্লাহপুর-এয়ারপোর্ট-রামপুরা-মতিঝিল পরিবর্তিত রুটে Rapid Pass চালুর নিমিত্ত ডিটিসিএ কে পত্র দেয়া হয়েছে।<br><br>(৪) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, ঢাকার বিভিন্ন রুটে চলমান চক্রাকার বাসে Wifi স্থাপন/ব্যবহার নিশ্চিত এর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ইতিমধ্যে জোয়ারসাহারা বাস ডিপোতে ১২টি বাসের মধ্যে ০২টি বাসে Wifi স্থাপন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ১০টি বাসে শিঘ্রই Wifi চালু করা হবে।<br><br>(৫) চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান, বিআরটিএ'র মতামতের আলোকে বিআরটিসি'র এসি বাসের ভাড়া নির্ধারণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। | (২) (গ) ঢাকা সিটিতে চলমান বিআরটিসি'র এসি বাসে র‍্যাপিড পাস সিস্টেম চালু করার উদ্যোগ নিতে হবে।<br><br>(৩) বাসে স্থাপিত Rapid Pass ডিভাইস সচল রাখার বিষয়টি তদারকি করতে হবে।<br><br>(৪) (ক) ঢাকার বিভিন্ন রুটে চলমান চক্রাকার বাসে WiFi স্থাপন/ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে<br>(৫) (খ) বিআরটিএ'র মতামতের আলোকে বিআরটিসি'র এসি বাসের ভাড়া নির্ধারণ করতে হবে। | |
| | **খ. বিআরটিসি'র স্থাপনা ভাড়া, বাসের রাজস্ব অ-জমার হিসাব ও ক্যাশ ইন হ্যান্ড সংক্রান্ত:**<br><br>চেয়ারম্যান, বিআরটিসি জানান-<br>(১) বিআরটিসি'র চালক, কন্ডাক্টরদের বাসের বকেয়া রাজস্ব আদায়ের কার্যক্রম অব্যাহত রয়েছে এবং রাজস্ব জমাদানে ব্যর্থদের চাকুরিচ্যুতকরণসহ তাদের বিরুদ্ধে দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। দীর্ঘমেয়াদী গাড়ি নিয়ে শর্ত ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা অব্যাহত রয়েছে।<br><br>(২) দীর্ঘমেয়াদী লীজে গাড়ি নিয়ে শর্তভঙ্গকারি ও রাজস্ব জমাদানে ব্যর্থ ইজাহারাগ্রহিতাদের ইজারা বাতিলসহ দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।<br>(i) জোয়ারসাহারা বাস ডিপোর ইজারাগ্রহিতা জনাব বাবু নন্দলাল মন্ডলের ০১টি বাসের ইজারা ২৯/০৩/১৮ তারিখে এবং কেটিআর এন্টারপ্রাইজের ০৯টি বাসের ইজারা ১৯/০২/১৯ তারিখে বাতিল করা হয়েছে।<br>(ii) কল্যাণপুর বাস ডিপোর ইজারাগ্রহিতা জনাব লিন্টু এন্টারপ্রাইজের ০৭টি বাসের ইজারা ২৯/০৩/১৮ ও ১০/০৬/১৮ তারিখ এবং রবিউল ট্রেডার্সের ০২টি বাসের ইজারা ২১/০৫/১৯ তারিখে এবং মেসার্স গোলাম মোস্তফার ১০টি বাসের ইজারা ২০/১০/১৮ তারিখে বাতিল করা হয়েছে।<br>(iii) বগুড়া বাস ডিপোর ইজারাগ্রহিতা জনাব হাসান আলী মন্ডলের ০৪টি বাস ও জনাব কামরুল হাসানের ০২টি বাসের ইজারা ২৯/০৭/১৮ তারিখে বাতিল করা হয়েছে।<br>(iv) দিনাজপুর বাস ডিপোর ইজারাগ্রহিতা মেসার্স গোলাম মোস্তফার নামে বরাদ্দকৃত ০২টি বাসের ইজারা ০৭/০৩/১৯ ও ১৪/০৩/১৯ তারিখে বাতিল করা হয়েছে।<br>(v) মতিঝিল বাস ডিপোর ইজারাগ্রহিতা জনাব মোঃ মোজাম্মেল হক বকুল এর নামে বরাদ্দকৃত ০২টি বাসের ইজারা ০৫/০৩/১৯ তারিখে বাতিল করা হয়েছে।<br>(vi) ইজারা শর্ত ভঙ্গ ও বকেয়া রাজস্বের দায়ে বাতিলকৃত ইজারাগ্রহিতা জনাব হাসান আলী মন্ডলের নামে বগুড়া জেলায় ৩৬৭/পি/২০১৮ (সদর) নম্বরে মামলা দায়ের করা হয়েছে।<br>(vii) কল্যাণপুর বাস ডিপোর ইজারাগ্রহিতা কাজী সজিব উদ্দিন, প্রাপ্তি এন্টারপ্রাইজের নামে বরাদ্দকৃত ০৫টি বাসের মধ্যে ০৪টি বাস রাজস্ব অজমা ও অনুমোদন ব্যতিত রুটে পরিচালনার জন্য আটক করা হয়েছে।<br>(viii) মতিঝিল বাস ডিপোর ইজারাগ্রহিতা জনাব মোঃ আতোয়ারুল ইসলামের নামে বরাদ্দকৃত ০১টি বাস আটক করা হয়েছে।<br>রাজস্ব অজমায় বাতিলকৃত অন্যান্য ইজারাগ্রহিতার নামে মামলা দায়ের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। | বিআরটিসি'র বিভিন্ন ধরণের বকেয়া জমাদানে ব্যর্থদের বিরুদ্ধে এবং দীর্ঘমেয়াদে লীজে গাড়ী নিয়ে শর্ত ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে বিধিমোতাবেক ব্যবস্থা অব্যাহত রাখতে হবে। | অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিসি/ যুগ্মসচিব (বিআরটিসি) |
| | **গ. ডিও পত্রের অগ্রগতি:**<br>(১)প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন বিভিন্ন প্রকল্প সম্পর্কিত মাননীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপ-মন্ত্রী ও সংসদ সদস্যবৃন্দসহ অন্যান্যদের নিকট হতে জানুয়ারি - সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত প্রাপ্ত উপানুষ্ঠানিক পত্রের অগ্রগতির প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। ডি.ও পত্রের আলোকে মাঠ পর্যায়ে গৃহীত কার্যক্রমের ওপর মনিটর করা হচ্ছে। সভাপতি অবহিত করেন মন্ত্রণালয় হতে ডি.ও পত্রের আলোকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দপ্তর/সংস্থা প্রেরণ করা হয় এবং তদানুযায়ী দপ্তর/সংস্থা হতে কার্যক্রম গ্রহণ বা মতামতের জন্য মাঠ পর্যায়ে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু দীর্ঘ সময় অতিবাহিত হলেও মাঠ পর্যায়ে থেকে কোনো মতামত পাওয়া যায় না। তাই এ বিষয়ে প্রধান কার্যালয় হতে মনিটরিং করা প্রয়োজন। তা ছাড়া কোন্ ডি.ও পত্রের ওপর কী ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং তা কী পর্যায়ে রয়েছে এ বিষয়ে নির্দিষ্ট করে ছকে প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। | (১)) ডি.ও পত্রের আলোকে মাঠ পর্যয়ে গৃহীত কার্যক্রমের ওপর মনিটর করতে হবে।<br><br>(১) কোন্ ডি.ও পত্রের ওপর কী ধরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে এবং কী পর্যায়ে রয়েছে এ বিষয়ে নির্দিষ্ট করে ছকে প্রতিমাসে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। | দপ্তর/সংস্থা প্রধান/অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) |

| ক্রম | আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী |
|---|---|---|---|
| | **ঘ. ডিটিসিএ অধিক্ষেত্র এলাকায় বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান:**<br>নির্বাহী পরিচালক, ডিটিসিএ জানান, ডিটিসিএ অধিক্ষেত্রে বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে ১১/০৪/২০১৯ এবং ১৭/০৯/২০১৯ তারিখে রাজউক বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ডিটিসিএ'র ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে রাজউক এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। এছাড়া, আইন সংশোধন ও বিধিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এ বিষয়ে রাজউকের সাথে একটি সভার আয়োজন করা হবে। | ডিটিসিএ অধিক্ষেত্রে বহুতল ভবন নির্মাণে ট্রাফিক সার্কুলেশন ছাড়পত্র প্রদান সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনে রাজউকের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। | নির্বাহী পরিচালক<br>ডিটিসিএ/<br>অতিরিক্ত সচিব<br>(আরবান ট্রান্সপোর্ট)/<br>উপসচিব ডিটিসি |
| | **ঙ. সড়ক/মহাসড়কের Index তৈরি:**<br>প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, সড়ক/মহাসড়কের পরিচিতি, ইতিহাস, সর্বশেষ কাজের সময়, নির্মাণ, পুনর্নির্মাণ, সংস্কার, মেরামত ইত্যাদি তথ্য সংবলিত রোড ইনডেক্স প্রস্তুত করা হয়েছে যা সওজের ওয়েব সাইটে সন্নিবেশিত আছে। প্রতিনিয়ত আপডেট করা হচ্ছে। | রোড ইনডেক্সটি প্রতিনিয়ত আপডেট অব্যাহত রাখতে হবে। | প্রধান প্রকৌশলী<br>অতিরিক্ত সচি<br>(উন্নয়ন)/সিনিয়<br>সিস্টেম এনালি |
| | **চ. এ বিভাগ ও দপ্তর/সংস্থার শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত:**<br>(১) শূন্যপদ পূরণে দপ্তর/সংস্থা কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রম নিম্নরূপ:<br><br>**সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:** এ বিভাগের ২৩৯টি পদের মধ্যে ৭৬টি শূন্যপদ রয়েছে। তন্মধ্যে ১ম শ্রেণির ২৭টি, ২য় শ্রেণির ২২টি, ৩য় শ্রেণির ১৫টি ও ৪র্থ শ্রেণির ১২টি শূন্যপদ রয়েছে। ২য় শ্রেণির ২২টি পদের মধ্যে প্রশাসনিক কর্মকর্তা ২টি ও ব্যক্তিগত কর্মকর্তার ৪টি মোট ৬টি শূন্য পদে সরাসরি নিয়োগের জন্য বিপিএসসিতে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে এবং ২টি পদ সংরক্ষণ করে পদোন্নতিযোগ্য প্রার্থী পাওয়ার পর অবশিষ্ট ১৪টি পদ পূরণ করা হবে। সম্প্রতি ৩য় শ্রেণির ৩২টি পদের নিয়োগ কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে। তাই ২৭টি শূন্য পদে পরবর্তীতে পূরণের কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।<br><br>**ডিটিসিএ:** ডিটিসএ'র ২১২ টি পদের মধ্যে ১৪১টি পদ শূন্য রয়েছে। ৪র্থ গ্রেডভুক্ত ৪টি, ৫ম গ্রেডভুক্ত ৪টি ও ৭ম গ্রেডভুক্ত ১টি পদ জরুরীভিত্তিতে প্রেষণে নিয়োগ/পদায়নের জন্য ৩০/০৮/২০১৯ তারিখ মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ট্রেনিং এ্যাডভাইজার ১টি পদ প্রেষণে পূরণ করার জন্য ২২/১০/২০১৯ তারিখে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ-কে অনুরোধ জানিয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়। ৭ম গ্রেড হতে ১৭তম গ্রেডভুক্ত ৩১টি বিভিন্ন পদে মোট ৪২(বিয়াল্লিশ) জন নিয়োগের লক্ষ্যে লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং ২২টি পদের লিখিত পরীক্ষা উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। ১০ম থেকে ১৭তম গ্রেডের কর্মচারিদের নিয়োগ কার্যক্রম চলমান আছে। ডিটিসিএ'র রাজস্ব খাতে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে ১৩টি অফিস সহায়ক, ১১টি গাড়ীচালক, ১টি ডেসপাস রাইডার এবং ১টি চেইনম্যান নিয়োগের লক্ষ্যে অর্থ বিভাগে সম্মতি পাওয়া গিয়েছে। নিয়োগের উন্মুক্ত দরপত্র বিজ্ঞপ্তি আহবান করা হয়েছে। ঢাকা পরিবহন ও সমন্বয় কর্তৃপক্ষ কর্মচারি চাকুরী প্রবিধানমালা ২০১৯ অনুমোদনের পর অবশিষ্ট সরাসরি নিয়োগযোগ্য পদসমূহে জনবল নিয়োগ/পদায়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।<br><br>**বিআরটিসি:** ৫৮৯৩টি পদের মধ্যে ২৪২৩টি শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে ১৬তম গ্রেডের ৯০ জন অপারেটর (চালক) গ্রেড-সি পদে নিয়োগের লক্ষ্যে প্রাপ্ত ছাড়পত্রের প্রেক্ষিতে নিয়োগের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। হিসাব সহকারি গ্রেড-২ পদে ২১ জন নিয়োগের লক্ষ্যে কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন। অবশিষ্ট শূন্যপদগুলো বিআরটিসি'র আর্থিক সক্ষমতা বিবেচনাপূর্বক পদোন্নতি/নিয়োগের মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে পূরণ করা হবে।<br><br>**বিআরটিএ:** ৮২৩টি পদের মধ্যে ১২১টি পদ শূন্য রয়েছে। তন্মধ্যে ১ম শ্রেণির ৪টি পদ পূরণের ক্ষেত্রে পিএসসি থেকে সুপারিশ পাওয়া গিয়েছে এবং ২য় শ্রেণির ১৮টি পদ পূরণের ক্ষেত্রে পিএসসির সুপারিশ পর্যায়ে রয়েছে। ১ম ও ২য় শ্রেণির ১৬টি পদ পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণীর ২০টি পদ পূরণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। অন্যান্য পদগুলো সরাসরি নিয়োগ ও পদোন্নতির মাধ্যমে পর্যায়ক্রমে পূরণ করা হবে।<br><br>**সওজ অধিদপ্তর:** সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের ৯৪৩১ টি পদের মধ্যে ৪৪৯৬টি শূন্য পদ রয়েছে। তন্মধ্যে সহকারী প্রকৌশলী (ক্যাডার) এর ৭১ পদ বিসিএসের মাধ্যমে পূরণের লক্ষ্যে চাহিদাপত্র মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। পদোন্নতিযোগ্য ১ম শ্রেণির শূন্যপদসমূহ যথাযথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পূরণের কার্যক্রম চলমান আছে। ২য় শ্রেণির উপসহকারী প্রকৌশলীর ১৬১টি শূন্য পদের মধ্যে ৮২টি শূন্য পদ পূরণে চাহিদাপত্র পিএসসিতে প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া, ২য় শ্রেণির বিভিন্ন ৩৩টি পদে পদোন্নতির মাধ্যমে পূরণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন<br><br>ওয়ার্কচার্জড সংস্থাপনে কর্মরত কর্মচারিদের চাকুরী সংক্রান্ত মামলা আদালতে চলমান থাকায় ৩য় ও ৪র্থ ৪০৯৩টি শূন্য পদের অন্তর্ভূক্ত সিকিউরিটি অফিসার ও সিকিউরিটি গার্ড পদের ৬৫টি শূন্য পদ ব্যতীত (৪০৯৩-৬৫)=৪০২৮টি পদে নিয়োগ কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছেনা। তবে আদালতে চলমান মামলার রায় প্রাপ্তি সাপেক্ষে উক্ত শূন্য পদের বিপরীতে নিয়োগ প্রদানের পর অবশিষ্ট শূন্য পদ পূরণের নিমিত্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। | (১) শূন্যপদ পূরণে প্রত্যেক দপ্তর/সংস্থা হতে বিশেষ উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে।<br><br>(২) শূন্যপদ পূরণ সংক্রান্ত অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রতিমাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। | প্রধান প্রকৌশলী,সওজ<br>অতিরিক্ত সচি<br>(প্রশসন)/নির্বাহী পরিচালক,<br>ডিটিসিএ/<br>চেয়ারম্যান<br>(বিআরটিএ/<br>বিআরটিসি) |

| ক্রম | আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নে |
|---|---|---|---|
| | ছ. মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের পর্যবেক্ষণ/নির্দেশনা<br>এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে মাননীয় মন্ত্রী ৯টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেন। এর মধ্যে সড়ক পরিবহন ও মহসড়ক বিভাগের ১টি, সওজ অধিদপ্তরের ৪টি, বিআরটিএ'র ২টি, ডিটিসিএ'র ১টি নির্দেশনা রয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশনাসমূহ বাস্তবায়নের জন্য তদসময়ে এ বিভাগের প্রশাসন শাখা হতে সভার কার্যবিবরণী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থায় গ্রহণের জন্য দপ্তর/সংস্থায় প্রেরণ করা হয়। নির্দেশনাসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রমের সর্বশেষ অগ্রগতি নিম্নরূপ:<br>**সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ:**<br>**নির্দেশনা ১:** ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, লেগুনা বা ব্যাটারি চালিত ছোট ছোট যানসমূহ নিয়ন্ত্রণের জন্য জরুরিভিত্তিতে বিআরটিএ এবং পরিবহন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিবর্গের সাথে পর্যালোচনাক্রমে সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ একটি নীতিমালা প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করবে এবং এক মাসের মধ্যে নীতিমালার খসড়া প্রণয়ন সম্পন্ন করবে।<br>**বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, ছোট গাড়ি নিয়ন্ত্রণের জন্য সুপারিশমালা প্রণয়নের লক্ষ্যে একই স্মারক ও তারিখে স্থলাভিষিক্ত করে ১২/০৯/২০১৯ তারিখে এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এর নেতৃত্বে ১২ সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করে অফিস আদেশ জারি করা হয়েছে। সুপারিশমালা প্রণয়নের কাজ চলমান। | দুর্ঘটনা হ্রাসকল্পে ছোট গাড়ী (ইজিবাইক, নসিমন, করিমন, লেগুনা, ব্যাটারী চালিত ছোট ছোট যান) নিয়ন্ত্রণে গঠিত কমিটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে নীতিমিালা প্রণয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করবে। | চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) |
| | **সওজ অধিদপ্তর:**<br>**নির্দেশনা ২:** মহাসড়কে ফায়ার সার্ভিসে ব্যবহৃত অগ্নি নির্বাপণ যানবাহনের পাশাপাশি রোগী বহনকারি এ্যাম্বুলেন্স টোলের আওতামুক্ত রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে।<br>**বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** উপসচিব (টোল অধিশাখা) জানান, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন সড়ক, সেতু ও ফেরিতে মুমূর্ষু রোগী বহনকারী এ্যাম্বুলেন্স এর টোল মওকুফ এর প্রস্তাবে সম্মতি প্রদানের জন্য ১০/১০/২০১৯ তারিখে অর্থ বিভাগ বরাবর পত্র দেয়া হয়েছে। | অর্থ বিভাগের সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। | প্রধান প্রকৌশলী সওজ |
| | **নির্দেশনা ৩:** অতিরিক্ত ওজনবাহী যানবাহন চলাচলের প্রেক্ষিতে মহাসড়কের অকাল ক্ষয়-ক্ষতি রোধ করে এর স্থায়িত্ব বৃদ্দির জন্য পরিকল্পনাধীন এক্সল লোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব সম্বলিত প্রকল্প অনুমোদন ও বাস্তবায়ন কাজ দ্রুত করতে হবে।<br>**বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী, সওজ জানান, এক্সেললোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনের নিমিত্ত ডিপিপি একনেক কর্তৃক অনুমোদন হয়েছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন কাজ শুরুর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। | এক্সেললোড নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়ে ডিপিপি অনুমোদন পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। | |
| | **নির্দেশনা ৪:** কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধি করতে হবে এবং এ সড়কে লাইটিং এর ব্যবস্থা সংযোজনের নিমিত্ত প্রকল্প কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে পর্যটন বান্ধব করতে হবে।<br>**বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, চট্টগ্রাম জোন, চট্টগ্রাম কর্তৃক জানা যায় কক্সবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ সড়কের প্রশস্ততা বৃদ্ধিকরণ কাজটি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক বাস্তবায়নের নিমিত্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক ডিপিপি প্রস্তুত করা হচ্ছে। দ্রুত সময়ের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। | সেনাবাহিনীর কাছ থেকে ডিপিপি সংগ্রহপূর্বক মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। | |
| | **নির্দেশনা ৫:** দীর্ঘসূত্রিতা কাটিয়ে অবিলম্বে চট্টগ্রাম-কক্সবাজার এবং ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের কাজ ত্বরান্বিত করতে হবে।<br>**বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী জানান, চট্টগ্রাম-কক্সবাজার এবং ঢাকা-সিলেট জাতীয় মহাসড়ক ৪-লেনে উন্নীতকরণের নিমিত্ত অর্থ সংস্থানের জন্য ইআরডি'র সাথে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। অর্থ ছাড় পাওয়া মাত্র কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে। | বর্ণিত মহাসড়ক দু'টিতে অর্থ সংস্থানের জন্য ইআরডি'র সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখতে হবে। | |
| | **নির্দেশনা ৬:** দাউদকান্দি টোল প্লাজায় স্থাপিত এ্যাপস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণার ওপর গুরুত্বারোপ করতে হবে। এছাড়াও যে সকল টোল ব্রিজে এ্যাপস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।<br>**বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** প্রধান প্রকৌশলী জানান-<br>(ক) এ্যাপস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণা আব্যাহত রয়েছে।<br>(খ) যে সকল টোল ব্রিজে এ্যাপস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি চালু করার উদ্যোগপূর্বক দ্রুত সময়ের মধ্যে তা বাস্তবায়ন করা হবে। | (ক) এ্যাপস ভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন (ETC) এর ব্যবহার জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে প্রচারণা অব্যাহত রাখতে হবে।<br>(খ) যে সকল টোল সেতুতে এ্যাপসভিত্তিক ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন সংস্থাপন করা সম্ভব সেগুলোতে ব্যবস্থাটি দ্রুত সময়ের মধ্যে চালু করতে হবে। | |

| ক্রম | আলোচনা | সিদ্ধান্ত | বাস্তবায়নকারী |
|---|---|---|---|
| | **বিআরটিএ:**<br>নির্দেশনা ৭: রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ব্যবহৃত মোটরযানে ৯৯৯ ফোন নম্বর ব্যবহারের বিষয়টি শর্তযুক্ত করে আগামী ০১.০৭.২০১৯ হতে বিআরটিএ কর্তৃক রাইড শেয়ারিং কোম্পানিসমূহকে লাইসেন্স প্রদান করতে হবে এবং রাইড শেয়ারিং সার্ভিসে ভ্রমণের দূরত্ব অনুযায়ী সর্বোচ্চ ভাড়া নির্ধারণ করে দিতে হবে।<br><br>**বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** সহকারী সচিব (বিআরটিএ সংস্থাপন) জানান, ১২টি প্রতিষ্ঠানকে রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিআরটিএ হতে চূড়ান্ত অনুমোদন প্রদান করা হয়েছে। এর মধ্যে ৬টি রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে মোটরযান এনলিষ্টমেন্ট সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৬টি কোম্পানীর রাইড শেয়ারিং কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। | রাইড শেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিয়মিত মনিটর করতে হবে। | চেয়ারম্যান, বিআরটিএ |
| | নির্দেশনা ৮: পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা আনয়নের লক্ষ্যে প্রণীত সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ কার্যকর করার নিমিত্ত এ আইনের অধীন দ্রুত বিধি প্রণয়নের কাজ সম্পন্ন করতে হবে।<br>**বাস্তবায়ন অগ্রগতি:**<br>চেয়ারম্যান, বিআরটিএ জানান, সড়ক পরিবহন আইন ২০১৮ এর অধীনে খসড়া সড়ক পরিবহন বিধিমালা প্রণয়নের কার্যক্রম চূড়ান্ত করতে গঠিত কমিটি কাজ করে যাচ্ছে। | কমিটি কর্তৃক যৌক্তিক সময়ের মধ্যে বিধিমালা প্রণয়নের কাজ শেষ করতে হবে। | অতিরিক্ত সচি (প্রশাসন)/ চেয়ারম্যান, বিআরটিএ/ যুগ্মসচিব (আই |
| | **ডিটিসিএ**<br>**নির্দেশনা ৯:**<br>ঢাকা মহানগরীর যানজট নিরসন ও পরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন সংক্রান্ত কমিটির কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার নিমিত্ত কমিটিতে মাননীয় মন্ত্রী, স্থানীয় সরকার বিভাগ ও মাননীয় মন্ত্রী, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়-কে ডিটিসিএ'র বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।<br><br>**বাস্তবায়ন অগ্রগতি:** নির্বাহী পরিচালক (ডিটিসিএ) জানান, ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১২ সংশোধনের জন্য ২৯ আগস্ট ২০১৯ তারিখে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান Infrastructure Investment Facilitation Company (IIFC) এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। চুক্তি মোতাবেক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ৩ মাসের মধ্যে মাসে আইনের খসড়া প্রদান করবে। | ডিটিসিএ আইন সংশোধনের জন্য প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে। | নির্বাহী পরিচাল (ডিটিসিএ) |

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে আন্তরিক হতে অনুরোধ করে সভা সমাপ্ত করেন।

স্বাক্ষরিত/-
২০/১১/২০১৯
(মোঃ নজরুল ইসলাম)
সচিব